যুগান্তর

তারিখ 17 DEC 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

খুলনার দিবা-নৈশ কলেজে তড়িঘড়ি শিক্ষক নিয়োগ

খুলনা ব্যুরো

নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে মামলা চলাকালীন অনেকটা তড়িঘড়ি করে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে খুলনার দিবা নৈশ কলেজে। নিয়োগে অস্বচ্ছতার অভিযোগ তুলে কলেজ সভাপতি ও স্থানীয় সংসদ সদস্য বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষসহ একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ২০১৫ সালে মামলাটি করা হয়। এ নিয়ে ১৬টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে।

এমপি মন্নুজানের বিরুদ্ধে মামলা

জানা গেছে, শনিবার দৌলতপুর দিবা নৈশ কলেজে ইংরেজি ও সমাজ কর্ম বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। এ নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে অস্বচ্ছতার অভিযোগ তুলে ২০১৫ সালে মামলা করেন ফারজানা হক। তিনি ইংরেজি বিভাগে চাকরি প্রার্থী হিসেবে সর্বোচ্চ নম্বর পান বলে দাবি করেন। কিন্তু তাকে নিয়োগ না দিয়ে স্থানীয় সংসদ সদস্য ও কলেজ সভাপতি বেগম মন্নুজান সুফিয়ান একক ক্ষমতাবলে উজ্জ্বল কুমার সাহা নামে অপরজনকে চাকরিতে নিয়োগ দানে সচেষ্ট হন। এছাড়াও সমাজকর্ম বিভাগেও ভূপতি বিশ্বাস নামে এক ব্যক্তি নিয়োগ পরীক্ষায় প্রথম হন। তাকেও নিয়োগ না দিয়ে তেজেন্দ্রনাথ বর্মন নামে অপরজনকে নিয়োগ দেয়ার চেষ্টা হয়। এছাড়াও উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন বিভাগেও প্রথম হওয়ার দাবি তুলে আদালতে মামলা করা হয়। মামলাগুলো বর্তমানে চলমান। মামলা চালু অবস্থায় কলেজের সংশ্লিষ্ট পদগুলোতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এ নিয়ে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিচার প্রত্যাশী শিক্ষকরা।

শিক্ষক ফারজানা হক বলেন, 'শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের বিষয়ে কোর্টে মামলা চলছে। তাহলে কিভাবে সেই বিষয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ নিয়োগ দিতে পারে। বিচারে আমাদের পক্ষে রায় আসলে তো বর্তমান নিয়োগ বাতিল হয়ে যাবে।'

মামলা চলাকালীন নিয়োগ বিষয়ে কলেজের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. সদরুজ্জামান বলেন, কয়েকজন শিক্ষকের মামলার কারণে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোর্টের স্থগিতাদেশ ছিল। তবে সে স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার হওয়ার পর আইনজীবীদের সঙ্গে আলাপ করে তবেই নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, কলেজটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন খুলনা-৩ আসনের সংসদ সদস্য বেগম মন্নুজান সুফিয়ান। তিনি সভাপতি হওয়ার পর বিভিন্ন সময়ে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। এ সময়ের মধ্যে ২০১০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে নিয়োগ দেয়া হয় ৭০ জন শিক্ষককে। অথচ ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ১২ বছরে কলেজটিতে শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে মাত্র ৭ জন।